Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মঙ্গলবার the ২৯ day of **নভেম্বর , ২০২২**

অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ২২১/২০১২

আশাতরু ভট্টাচার্য গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২৫/১১/২০২০ খ্রিঃ, ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ, ০২/১১/২০২২ খ্রিঃ; ও ২৪/১১/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব মাহবুবা আজমেরী (মিষ্টি) ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌঁসুলি (জি.পি)
--------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার **চন্দনাইশ** থানাধীন **কুলালডেঙ্গা** মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ৫০২ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিলী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন গিরিশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের ০৩ পুত্র যথা - রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শশাঙ্ক কুমার ও নবকুমার। রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ০২ পুত্র ছিল ত্রিপুরা চরণ ও অর্পনা চরণ। অপরদিকে নবকুমার এর ০২ পুত্র ছিল কালী শংকর ও হরশংকর। কালী শংকরের এক পুত্র ছিল ক্ষিতিশচন্দ্র । হরশংকরের এক পুত্র দ্বীনবন্ধু ছিল।

ত্রিপুরা চরণ ১ পুত্র দিবাকর ভট্টাচার্য কে রেখে মারা যায়। অপরদিকে অর্পণা চরণ ০৩ পুত্র ক্ষীরোদ নিকুঞ্জ ও যতীন্দ্র কে রেখে মারা যায়। আর এস রেকর্ডী প্রজা দিবাকর ৩ পুত্র ১-৩ নং প্রার্থীক কে রেখে মারা যায়। অর্পনা চরন এর পুত্র ক্ষীরোদ ও যতীন্দ্র অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। অপর পুত্র নিকুঞ্জ ৪/৫ নং প্রার্থীক কে ওয়ারীশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। প্রার্থীকগণ মৌরশীসূত্রে পিতার হিস্যাংশ সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার নিয়ত আছেন।

আর এস রেকর্ডী প্রজা দ্বীনবন্ধু ভারতবাসী হলে তাহার সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। প্রার্থীকগণ তাদের ভারতবাসী কাকা দ্বীনবন্ধুর বাংলাদেশে অবস্থানরত ওয়ারীশ হিসাবে দ্বীনবন্ধুর সম্পত্তি ভোগদখলকার নিয়ত থাকেন। পরবর্তীতে প্রার্থীকগণ ভি.পি কেস নং ১৪৫/৮১-৮২ মূলে তফসিলোক্ত সম্পত্তির লীজ গ্রহণ পূর্বক উক্ত সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছেন। প্রার্থীকগণ মূল মালিকের উত্তরাধিকারী হিসাবে এবং লিজমূলে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলকার হন বিধায় আইনের বিধানমতে নালিশী সম্পত্তির অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অত্র মামলার ১-৪ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ১৪৫/৮১-৮২ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভূমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিস্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থীগণ তাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **শ্যামল ভট্টাচার্য (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী -১
২। কুলালডেঙ্গা মৌজার আর এস ১২৫৫, ১৯৯, ১২৮৩, ১৬৬৫, ৭৮২ ও ১২৫৭ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী -২ সিরিজ
৩। একই মৌজার বি এস ৮৩, ৩৭৯, ৮৮৪, ৮৮৩, ৭৯, ৮৮২০, ১১১০, ১১২০ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী - ২ সিরিজ

৪। ওয়ারীশ সনদপত্র	প্রদর্শনী- ৩ সিরিজ
৫। ডি.সি আর ৩ ফর্দ	প্রদর্শনী- ৪ সিরিজ
৬। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৫ সিরিজ
৭। আম-মোক্তারনামা	প্রদর্শনী-৬

অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **কামরুল ইসলাম (Op.W.1)** কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

শ্যামল ভট্টাচার্য (Pt.W.1) এবং **কামরুল ইসলাম (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে, তফসিলোক্ত সম্পত্তির মূল আর এস রেকর্ডী মালিক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র শশাংক কুমার এবং অপর দুই পুত্র রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও নবকুমার এর পরবর্তী জের ওয়ারীশ অর্থাত ত্রিপুরা চরণ ও অর্পনা চরণ, ক্ষিতিশ চন্দ্র ও দ্বীনবন্ধু। প্রার্থীপক্ষে দাখিলীয় আর এস খতিয়ান নং ১২৫৫, ১২৮৩, ১২৫৭, ১৪৬৫ ও ৭৮২ নং খতিয়ানের সি.সি **২, ২(খ)-২(ঙ)** পর্যালোচনায় এরুপ দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। তবে , আর এস ১৯৯ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী-২(ক)** হতে দেখা যায় উক্ত খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক তাহারা কেউ ছিলেন না। দাখিলীয় বি এস খতিয়ান প্রদশর্নী- **২(চ)-২(ঢ)** পর্যালোচনায় দেখা যায় বি এস রেকর্ড উক্ত আর এস রেকর্ডীদের ওয়ারীশ গং দের নামে শুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়।

Pt.W.1 দাবি করেছেন যে, হরিশঙ্কর ভট্টাচার্যের পুত্র দ্বীনবন্ধু ভট্টাচার্য ভারতবাসী হলে তাহার সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। গেজেটের কপি প্রদর্শনী-১ ও বি এস খতিয়ান নং ৮৮৩ প্রদর্শনী- ২(ঝ) হতে ইহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীপক্ষ ভারতবাসী দ্বীনবন্ধু ভট্টাচার্য তাহাদের কাকা দাবি করিয়া তফসিলোক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার এবং পূববর্তীর আমল হতে ভোগদখলে থাকায় নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেছেন।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ *এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

অত্র মামলার সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনায় দেখা যায়, কুলালডেঙ্গা সাকিনের জনৈক গিরিশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের ০৩ পুত্র যথা - রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শশাঙ্ক কুমার ও নবকুমার ছিল। রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ০২ পুত্র ছিল ত্রিপুরা চরণ ও অর্পনা চরণ। অপরদিকে নবকুমার এর ০২ পুত্র ছিল কালী শংকর ও হরশংকর। কালী শংকরের এক পুত্র ছিল ক্ষিতিশচন্দ্র এবং হরশংকরের এক পুত্র দ্বীনবন্ধু ছিল। দাখিলী ওয়ারীশ সনদপত্র **প্রদর্শনী-৩, ৩(ক)-৩(ঘ)** এবং আর এস ১২৫৫ খতিয়ানের সি.সি **প্রদর্শনী-২** পর্যালোচনায় ইহার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। সপ্রার্থীপক্ষের দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদপত্র **প্রদর্শনী-৩(ঙ) ও ৩(চ)** হতে দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী ত্রিপুরাচরণ ১ পুত্র দিবাকর ভট্টাচার্য কে ওয়ারীশ রেখে যান। অপরদিকে অপর্ণাচরণ ৩ পুত্র ক্ষিরোদ, নিকুঞ্জ এবং যতীন্দ্র কে ওয়ারীশ রেখে যান। আবার **প্রদর্শনী- ৩(ছ) ও প্রদর্শনী- ৩(জ)** পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী ত্রিপুরা চরনের পুত্র দিবাকর ৩ পুত্র ১-৩ নং প্রার্থীক কে রেখে মৃত্যুবরণ করেন এবং অর্পনা চরনের পুত্র ক্ষীরোদ ও যতীন্দ্র অবিবাহিত মরনে তৎভ্রাতা নিকুঞ্জ মালিক হয় এবং নিকুঞ্জ মরনে ৪ ও ৫ নং প্রার্থীক ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। এভাবে প্রার্থীকগনের পূর্ববর্তী ক্ষিতিশ চন্দ্র থেকে উত্তরাধিকার ক্রম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীকগনের পূর্ববর্তী অর্থাত দিবাকর ও নিকুঞ্জের সাথে ভারতবাসী দ্বীনবন্ধুর কাকাতো-ভ্রাতা সম্পর্ক হয়। সেহিসাবে প্রার্থীকগণ দ্বীনবন্ধুর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হবেন।

ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, দ্বীনবন্ধুর সম্পত্তিতে তাহার পিতামহের ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণের ওয়ারীশগণ অর্থাত প্রার্থীকগণ যদি উত্তরাধিকারী হয় , তাহলে একইভাবে রাধাকৃষ্ণের অপর ভ্রাতা শশাঙ্কের পরবর্তী ওয়ারীশগণও দ্বীনবন্ধুর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হবেন। দাখিলী বি এস খতিয়ান প্রদর্শনী- ২(চ) হতে দেখা যায়, শশাঙ্ক মোহন ভট্টাচার্যের ০৩ পুত্র যথা মমীন্দ্র লাল ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য এবং ভুপেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য ছিল। তাহারা বা তাহাদের জের ওয়ারীশ কেউই অত্র মামলায় প্রার্থীক হয়নি। বর্তমানে শশাঙ্ক মোহন এর উক্ত ওয়ারীশগণ ভারতবাসী মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় শশাঙ্ক মোহন এর উত্তরাধিকারীগণ বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন মর্মে ইতিবাচক ধারনা নেওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের মত শশাঙ্ক মোহনের ওয়ারীশগনও দ্বীনবন্ধুর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবেন।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, ভারতবাসী দ্বীনবন্ধুর সম্পত্তিতে রাধাকৃষ্ণের পরবর্তী ওয়ারীশ হিসাবে প্রার্থীকগণ অর্ধেক এবং শশাঙ্কের ওয়ারীশগণ অর্ধেক সম্পত্তির দাবিদার হবেন।

গেজেটের কপি প্রদর্শনী -১ হতে দেখা যায়, আর এস ১২৫৫, ১৯৯, ১২৮৩, ১২৫৭, ১৪৬৫ ও ৭৮২ নং খতিয়ানভুক্ত আর এস ২৪২৯/১৭৯৯/২৬৯১/২৬৮৭/$\frac{২৪২৭}{৩৯৪৩}$ / ২৪৩৮/ $\frac{২৪২৭}{৩৯৫৮}$ /২৭২৭ নং দাগের সর্বমোট ৪৫ শতক ভুমি অর্পিত হয় যাহার মালিক ছিলেন হরিশঙ্কর ভট্টাচার্যের পুত্র দ্বীনবন্ধু ভট্টাচার্য। দাখিলী আর এস খতিয়ান সমূহ প্রদর্শনী-২ সিরিজ হতে দেখা যায়, দ্বীনবন্ধু আর এস ১২৫৫, ১২৮৩, ১২৫৭, ১৪৬৫ ও ৭৮২ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক হলেও আর এস ১৯৯ নং খতিয়ানের প্রদর্শনী-২(ক) এর মালিক ছিলেন না। উক্ত খতিয়ানের আর এস ১৭৯৯ দাগের ৩ শতক ভুমি অর্পিত দেখানো হয়েছে। যেহেতু উক্ত ৩ শতক সম্পত্তির মালিক দ্বীনবন্ধু নন, সুতরাং এই ০৩ শতক সম্পত্তি বাদে অবশিষ্ট ৪২ শতক ভুমি প্রার্থীকগণ ও শশাংকের ওয়ারীশগণ সমহারে দাবিদার হবেন।

সরকার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, নালিশী সম্পত্তি জনৈক ব্যাক্তিকে ভি.পি কেস নং ১৪৫/৮১-৮২ মূলে একসনা লিজ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছে যে নালিশী সম্পত্তি প্রার্থীকগণ তাদের পূর্ববর্তীর আমল থেকে ভোগদখলে রয়েছেন। কোন ইজারাদার সেখানে দখলে নেই। প্রার্থীপক্ষের দাখিলী ০৩ ফর্দ ডি.সি. আর এর কপি প্রদর্শনী- ৪ সিরিজ পর্যালোচনায় তফসিলোক্ত ভুমিতে প্রার্থীগনের দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা দেয়। তাছাড়া ইজারাদার হিসাবে তফসিলোক্ত ভুমিতে কে ভোগদখলকার আছেন তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য সরকার পক্ষ প্রদান করতে পারেননি। এমনকি তৎবিষয়ে কোন সাক্ষ্য প্রমান ও পাওয়া যায়নি। সার্বিক বিবেচনায় ইহাতে কোন সন্দেহ নেয় যে, নালিশী সম্পত্তিতে প্রার্থীপক্ষের দখল বিদ্যমান আছে।

প্রার্থীকগণ মূল মালিকের উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার ও বর্তমান দখলকার হওয়ায় মুল মালিক দ্বীনবন্ধু ভট্টাচার্য এর ত্যাজ্য নালিশী ৪২ শতকের মধ্যে অর্ধেক অংশ অর্থাত ২১ শতক সম্পত্তি প্রার্থীগণ বরাবর অবমুক্তি দেওয়া যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

এছাড়া তফসিল বর্নিত নালিশী অবশিষ্ট অর্ধেক অংশ অর্থাত ২১ শতক সম্পত্তি শশাঙ্ক মোহন ভট্টাচার্য এর ওয়ারীশগণ বরাবর অবমুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র মামলা ১-৪ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল।

কুলালডেঙ্গা মৌজার নালিশী আর এস ১২৫৫, ১২৮৩, ১৪৬৫, ৭৮২ ও ১২৫৭ নং খতিয়ান অধীন আর এস-২৪২৯, ২৬৯১, ২৬৮৭, $\frac{২৪২৭}{৩৯৪৩}$ / ২৪৩৮/ $\frac{২৪২৭}{৩৯৫৮}$ /২৭২৭ দাগ তৎসামিল বি এস ৮৩, ৮৮৪, ৮৮৩,৭৯, ৮২০, ১১১০ নং খতিয়ানের বি এস ১১৪, ১১১৫, ৩৩০৭, ৩৩০৯, ৩৩১০, ৩৩০৬, ৩৩১১, ৩১২২, ৩১০৫,৩১০৪,৩০৮৭,৩০৯৩ দাগের আন্দরে সর্বমোট ২১ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকগনের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৪ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল। ১-৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।